

মূল্য পাঁচ আনা।



"তুমি রাজার কোলে বসিবার যোগ্য নও।"

ধ্রুব—৬ পৃষ্ঠা

ধ্রুব

(পৌরাণিক কাহিনী)

গৌহাটী কটন কলিজিয়েট স্কুলের শিক্ষক
শ্রীসতীশচন্দ্র দাস এম্-এ প্রণীত

"হয় দেব ধ্যানে, ভকতের প্রাণে
দেবের আবির্ভাব।"
—শ্রীকামিনী সেন।

পঞ্চম সংস্করণ

কলিকাতা

৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্ এর
পুস্তকালয় হইতে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ
ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত
এবং
১০৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, স্বর্ণপ্রেসে
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৯১৮

মূল্য চারি আনা মাত্র

ভূমিকা।

শ্রীমদ্‌ভাগবত ও বিষ্ণু পুরাণে উল্লিখিত উপাখ্যান অবলম্বনেই "ধ্রুব" রচিত হইল।

এই পুস্তকের রচনা ও প্রকাশ বিষয়ে "ধর্ম্ম, সমাজ ও স্বাধীন চিন্তা", "The present state of Sanskrit Learning in Bengal" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা গৌহাটী কলেজের অধ্যাপক, ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বনমালী চক্রবর্ত্তী এম্, এ বেদান্ততীর্থ, বেদান্তরত্ন মহাশয়ের নিকট উৎসাহ ও সাহায্য পাইয়াছি। ইতি।

গৌহাটী
ভাদ্র ১৩১৮

শ্রীসতীশচন্দ্র দাস।

ধ্রুব

(১)

অনেক দিন হইল আমাদের এই ভারত-বর্ষে উত্তানপাদ নামে এক রাজা ছিলেন। প্রজাদিগকে তিনি বড় ভাল বাসিতেন। কিন্তু তাঁহার দুই রাণী ছিলেন। একজনের নাম ছিল সুরুচি। আর একজনের নাম ছিল সুনীতি। সুনীতি বড় ভাল মেয়ে ছিলেন। তাঁহার একটুও অহঙ্কার গরিমা ছিল না। কিন্তু সুরুচি বড় অহঙ্কারী ছিলেন। রাজাও কি জানি কেন সুরুচিকে খুব ভাল বাসিতেন। সুনীতিকে তিনি তত একটা আদর যত্ন করিতেন না।

সুরুচির এক ছেলে ছিল। তাহার নাম ছিল উত্তম। সুনীতিরও এক ছেলে ছিল।

তাহার নামই ছিল ধ্রুব। এই ধ্রুবের গল্পটাই আজ তোমাদিগকে বলিব।

উত্তানপাদ দুই ছেলেকেই ভালবাসিতেন। কিন্তু সুরুচি ধ্রুবকে একেবারেই দেখিতে পারিতেন না। ধ্রুবের মা সুনীতিরাণী সুরুচির সঙ্গে থাকিতে না পারিয়া রাজবাড়ী হইতে কিছুদূরে একখানা ছোট্ট ঘরে ধ্রুবকে লইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

ক্রমে ধ্রুব বড় হইল। সে জানিতে পারিল যে সেও রাজার ছেলে। একদিন রাজা সিংহাসনে বসিয়া আছেন; সুরুচি সিংহাসনের অল্প দূরে দাঁড়াইয়া। আর তাঁহার পুত্র উত্তম রাজার কোলে। রাজা উত্তমকে কতই না আদর করিতেছেন। সেই সময়ে ধ্রুবও খেলা করিতে করিতে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। উত্তমকে পিতার কোলে দেখিতে পাইয়া ধ্রুবেরও সেই স্থানে বসিবার ইচ্ছা হইল। সিংহাসনের সম্মুখে যাইয়া পিতার কোলে উঠিবার জন্য সে ছোট্ট

হাত দুই খানি বাড়াইয়া দিল। উত্তানপাদ সুরুচিরাণীর ভয়ে তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না। ধ্রুব ভাবিল পিতা বুঝি সত্য সত্যই তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারেন নাই। আবার হাত বাড়াইল। এইবারও রাজা ছল করিলেন। ধ্রুবও ভাবিল পিতা তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারেন নাই। সুতরাং সে বার বার এইরূপ চেষ্টা করিতে লাগিল। তখন রাজার মনেও বড় দুঃখ হইল। কিন্তু তথাপি ধ্রুবকে কোলে তুলিয়া লইতে তাঁহার সাহস হইল না। তিনি সুরুচির দিকে একবার তাকাইলেন। সুরুচিও একমনে সেই সমস্ত ব্যাপার দেখিতেছিলেন। তাঁহার ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া রাজা বুঝিতে পারিলেন যে ধ্রুবকে কোলে করিলে একটা ভারি গোলমাল বাজিয়া যাইবে। সুতরাং বেচারী ধ্রুব কিছুতেই পিতার কোলে স্থান পাইল না।

ধ্রুব এখনও ছোট বালক। প্রথমে সে এই সমস্ত ব্যাপারের কিছুই বুঝিতে পারিল

না। কিন্তু সুরুচিরাণী যাহা যাহা বলিলেন তাহাতে ক্রমে ক্রমে বুঝিবার কিছুই বাকী থাকিল না।

সুরুচি দেখিলেন রাজা তাঁহাকে ভয় করেন। ইহাতে তাঁহার সাহস বাড়িয়া গেল। তিনি খুব গর্ব্বের সহিত ধ্রুবকে বলিলেন—"বলি ধ্রুব! তোমার ত খুব আস্পর্দ্ধা দেখিতেছি। তুমি কি জান না যে তুমি কে, আর উত্তমই বা কে? মনে রাখিও উত্তম আমার পুত্র, আর তুমি সুনীতির পুত্র। তুমি রাজার কোলে বসিবার যোগ্য নও। আমার উত্তম একদিন এই সিংহাসনে বসিবে। সুতরাং একমাত্র সে-ই এই সিংহাসনে রাজার কোলে বসিবার যোগ্য। তবে, বাছা, তুমি কোন্ সাহসে উত্তমের সহিত এইরূপ এক আসনে বসিতে চাও? কেন বার বার মিছামিছি চেষ্টা করিতেছ? তুমি যে সুনতিরাণীর ছেলে তাহা কি তুমি জান না? তুমি ত আমার ছেলে নও?"

সুরুচিরাণীর কথা শুনিয়া ধ্রুবের বুকটা যে ছিঁড়িয়া যাইতে লাগিল। সে আর সেই স্থানে থাকিতে পারিল না। তাড়াতাড়ি তাহার মায়ের কাছে ছুটিয়া গেল। তাহার চক্ষু দুইটি দিয়া দর্ দর্ জল পড়িতে লাগিল। ক্রোধে ও অপমানে ঠোঁট দুইখানি কাঁপিতে লাগিল।

ধ্রুবের এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া সুনীতি অবাক্ হইয়া রহিলেন। কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অনেকক্ষণ তাহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। পরে তাহাকে কোলে লইয়া স্নেহ-ভরে তাহার মুখচুম্বন করিলেন। মায়ের আদর পাইয়া বালকের দুঃখ যেন উছলিয়া উঠিল। সুনীতি দেখিলেন ধ্রুব কথা কহিতে পারিতেছে না। তখন তিনি তাহাকে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা! তুমি রাগ করিয়াছ কেন? কেহ কি তোমায় কটু কথা কহিয়াছে? না, কেহ তোমার অপমান করিয়াছে? বল ত, বাবা, কি হইয়াছে?"

কিন্তু ধ্রুবের মুখে কথা সরিল না। মায়ের

স্নেহমাখা কথায় সে আরো কাঁদিতে লাগিল। সুনীতি বুঝিলেন কোনো গুরুতর ব্যাপার ঘটিয়াছে। তাই তিনি নিতান্ত অস্থির হইয়া উঠিলেন। তিনি বার বার বলিতে লাগিলেন —"বল বাবা! কি হইয়াছে। আমায় শীঘ্র বল। তোমার ভাব দেখিয়া আমার মন যে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।"

ধ্রুব তথাপি কাঁদিতে লাগিল। শেষে কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত ব্যাপার আগাগোড়া বলিতে লাগিল।

ধ্রুবের কথা শুনিয়া সুনীতির বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তিনি মাথায় হাত দিয়া কিছু-ক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

রাণী সুনীতি বহুদিন স্বামীর গৃহ হইতে দূরে আছেন। একমাত্র পুত্রের মুখ দেখিয়াই সংসারের দুঃখ কষ্ট কতক ভুলিয়াছিলেন। কিন্তু সেই প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রের মলিন মুখ ও অশ্রুপূর্ণ চক্ষু দেখিয়া আজ তাঁহার দুঃখ শত গুণ বাড়িয়া উঠিল! তাঁহারও চক্ষু দিয়া অবিরল

জলধারা পড়িতে লাগিল। সেই জলধারা যেন আর থামিতে চাহিল না!

অনেকক্ষণ পরে ধ্রুবের মুখের দিকে চাহিয়া রাণী ধীরে ধীরে কহিলেন—"বাবা! দুঃখ করিও না। দুঃখ করিলে কি হইবে বাছা! তোমার অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ! পূর্ব্ব জন্মে যাহারা ভাল কাজ করিয়াছে, এই জন্মে তাহারাই নানান্ রকমের সুখ ও সম্মান লাভ করিতেছে। তোমার বিমাতা সুরুচি-রাণী ও তাঁহার পুত্র উত্তম দুইজনই পূর্ব্ব জন্মে ভাল কাজ করিয়াছিলেন। সেই জন্যই রাজা তাঁহাদিগকে এত আদর ও স্নেহ করেন। সেই জন্যই তাঁহারা এত সুখী। সেই জন্যই ত সকলে তাঁহাদিগকে এত সম্মান করে। কিন্তু বাছা! আমরা কেহই পূর্ব্ব জন্মে সেইরূপ কোনও পুণ্য কাজ করি নাই বলিয়া রাজা আমাদিগকে ততটা যত্ন ও স্নেহ করেন না। তবে মিছামিছি কাঁদিলে কি হইবে? অন্য লোকে আদরই করুক অথবা

অপমানই করুক সবটাতেই তোমার সন্তুষ্ট থাকা উচিত। কাঁদিলে অথবা রাগ করিলে কিছুই লাভ হইবে না। আর যদি, বাছা, তোমার মনে খুব দুঃখ হইয়া থাকে তবে আজ হইতে ভাল কাজ করিতে থাক। তাহা হইলে অবশ্যই সুখী হইতে পারিবে।”

ধ্রুব চুপ করিয়া থাকিয়া মায়ের সকল কথা শুনিল। কিন্তু দুঃখের আবেগে সব কথা মনে রাখিতে পারিল না। সুনীতি আবার বলিতে লাগিলেন—“বাবা! সকলকে ভাল বাসিবে ও মিষ্ট কথা বলিবে। আর বাছা! যাহাতে সকল প্রাণীর মঙ্গল হয় এরূপ চিন্তা ও কাজ করিবে। তবেইত সুখী হইতে পারিবে।”

এইবার ধ্রুব কহিল—“মা! তুমি যাহা বলিলে তাহাতে আমার কিছুমাত্রও সান্ত্বনা হইতেছে না। পিতা রাণী সুরুচিকে অতিশয় ভালবাসেন। তাই তাঁহার পুত্র উত্তমকেও কত আদর ও যত্ন করেন। তাঁহার গর্ভে

জন্মিয়াছে বলিয়াই উত্তম রাজ-সিংহাসনে বসিবে। আর তোমার গর্ভে জন্মিয়াছি বলিয়া রাজ-সিংহাসনে ত বসিতে পারিব না-ই পিতাও আমাকে কোলে করিলেন না। বেশ কথা। আচ্ছা, আমি উত্তমের বসিবার স্থান অর্থাৎ পিতার রাজ-সিংহাসন চাহি না, কিন্তু এমন এক স্থানে বসিতে চাই যাহা রাজার কোল অথবা রাজ-সিংহাসনের চাইতেও বড়। রাজার কোল অথবা রাজ-সিংহাসন কিছুইত আর নিরাপদ নহে। তাহাতে কত বিপদের আশঙ্কা রহিয়াছে। কিন্তু আমি এমন স্থানে বসিতে চাই যেখানে কখনও কোনো বিপদ ঘটিতে পারে না। মা! আমাকে শুধু বলিয়া দাও মা! কি করিলে আমি সেই স্থান পাইব। তাহা যত বড় কঠিন কাজই হউক না কেন আমি করিবই করিব।”

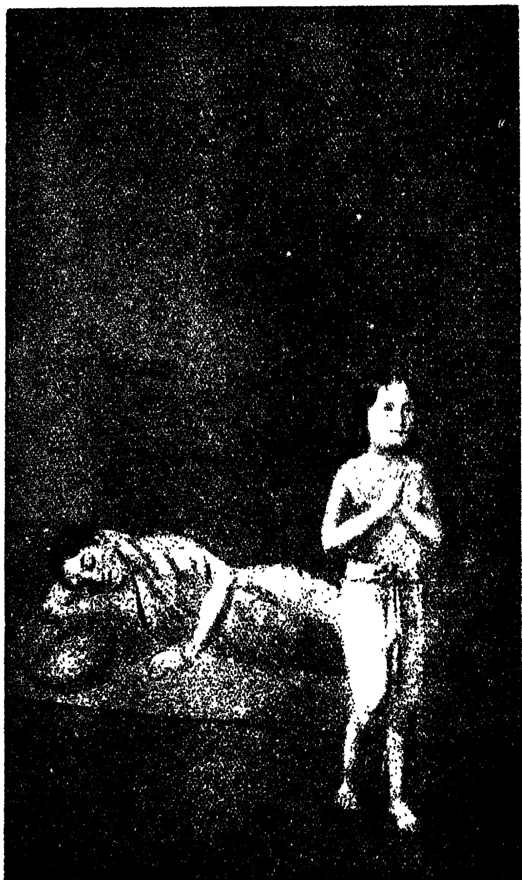
সুনীতি কহিলেন—“বৎস! যদি তপস্যা দ্বারা দয়াময় হরিকে সন্তুষ্ট করিতে পার তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার মনের সাধ পূর্ণ হইবে।

তিনি তুষ্ট হইলে তুমি যাহা চাও তাহাই পাইবে। তিনি দিতে না পারেন এমন কিছুই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নাই। আর কেহই তুমি যাহা চাও তাহা দিতে পারিবে না। অতএব বৎস! তাঁহারই কাছে প্রার্থনা কর। সরল ও ব্যাকুল-প্রাণে অবিশ্রান্ত তাঁহাকে ডাকিতে থাক। তোমার পূজায় তুষ্ট হইয়া দয়াময় হরি যখন দেখা দিবেন তখন তোমার মনের কথা তাঁহাকে জানাইবে।"

ধ্রুব বলিল—"আচ্ছা মা! তবে দয়াময় হরিকেই ডাকিব। তিনি যখন দেখা দিবেন তখন তাঁহার কাছে সব কথা খুলিয়া বলিব। আমার সমস্ত যাতনা তাঁহাকে জানাইব।"

(২)

রাত্রিতে সুনীতি ধ্রুবকে বুকে করিয়া শুইয়া আছেন। বালকের মুখে বিষাদের এক ঘনছায়া পড়িয়াছে। ধ্রুব আজ আর প্রফুল্ল শিশুটী নাই। কি যেন এক বিষম চিন্তা তাহার মনে



ধ্রুব মনে মনে দয়াময় হরিকে ডাকিতে লাগিল।

ধ্রুব--১৩ পৃষ্ঠা

জাগিয়া আছে। তাহার সরল সুন্দর মুখমণ্ডলে চিন্তার রেখা ফুটিয়া বাহির হইয়াছে।

রাত্রি প্রায় দুই প্রহর। সহসা ধ্রুব জাগিয়া উঠিল। অমনি অশান্তির আগুন তাহার মনে ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু মা যে দয়াময় হরির কথা বলিয়াছিলেন তাহা তাহার মনে পড়িল। ক্রমে সেই আগুন নিভিল। ধ্রুব মনে মনে দয়াময় হরিকে ডাকিতে লাগিল। কিন্তু কৈ ? হরি ত আসিলেন না। আবার ডাকিল, অনেকক্ষণ ধরিয়া ডাকিল—কিন্তু হরি আসিল কৈ ? সে তখন ভাবিল হরি বুঝি ঘরের বাহিরে আছেন। তখনি বাহিরে আসিল। ডাকিল "হরি দয়াময় !" "তুমি কোথায় ?" কিন্তু হরি ত দেখা দিলেন না। তখন "হরি দয়াময়" "হরি দয়াময়" ডাকিতে ডাকিতে সে নগরের বাহিরে আসিয়া পড়িল।

সেই গভীর রাত্রে "হরি দয়াময়" "কোথায় হরি দয়াময়" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে

বন জঙ্গলের ভিতর দিয়া আমাদের ধ্রুব চলিলেন। কত বাঘ, কত ভালুক এবং আরো কত হিংস্র জন্তু তাঁহার পথে ছিল। ইহাদিগকেই তিনি প্রেম-ভরে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। তাহারাও স্নেহভরে তাঁহার গা চাটিতে লাগিল। কেহই তাঁহার কোনও অনিষ্ট করিল না। কিন্তু তিনি হরির দেখা পাইলেন না।

এইরূপে "হরি দয়াময়" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে ধ্রুব যখন বহুদূর চলিয়া গেলেন তখন নারদ ঋষির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন—"বৎস! তুমি কোথায় যাইতেছ?"

ধ্রুব বলিলেন—"ঠাকুর! আমি দয়াময় হরির সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিয়াছি।"

নারদ বলিলেন—"কেন, বাছা! হরির কাছে তোমার কি প্রয়োজন?"

ধ্রুব বলিলেন—"মহাশয়! মা বলিয়াছেন হরি বড় দয়াময়; তিনি দীন, দুঃখী আর

বালককে বড় ভালবাসেন। তাঁহাকে তুষ্ট করিতে পারিলে যাহা চাহিব, তাহাই পাইব।”

নারদ বলিলেন—“তোমার আবার কি চাই, বাবা? তুমি যে রাজপুত্র! তোমার ধন, জন, রাজত্ব, পিতামাতা সবই ত আছে। তোমার কিসের অভাব? হরির কাছে তুমি কি চাহিবে?”

ধ্রুব বলিলেন—“ঠাকুর! আমার কিসের অভাব? কি চাহিব, শুনিবেন? তবে বলিতেছি, শুনুন। আমার ভাই উত্তম আমার বিমাতা সুরুচিরাণীর ছেলে। বাবা আমার বিমাতাকে খুব আদর ও যত্ন করেন। কিন্তু আমার মাকে তিনি ততটা ভালবাসেন না। উত্তম বাবার কোলে ছিল। আমিও কোলে উঠিতে চাহিলাম। কিন্তু বাবা আমাকে কোলে করিলেন না। আর বিমাতা সুরুচিরাণী আমাকে ও আমার মাকে কতই না কটুকথা বলিলেন! বিমাতা বলিলেন—আমি সুনীতির ছেলে, সেই জন্য রাজার কোলে বসিবার যোগ্য

নহি। উত্তম তাঁহার ছেলে, সেই জন্য শুধু সে-ই রাজার কোলে বসিবে! কিন্তু, মহাশয়, আমার মাও ত রাণী। তাঁহার গর্ভে জন্মিয়াছি বলিয়া রাজসিংহাসন ত দূরের কথা—বাবার কোলেও উঠিতে পাইব না? ইহাতে আমার মনে যে কত কষ্ট হইয়াছে তাহা আর কি বলিব! যাহাই হউক, আমি এখন এমন স্থানে উঠিতে চাই যাহার অপেক্ষা উচ্চ স্থান কোথাও নাই। ঠাকুর! হরির সহিত দেখা হইলে আমি সেই স্থানই চাহিব।”

বালকের তেজ দেখিয়া নারদ বিস্মিত হইলেন। প্রকাশ্যে বলিলেন—“হাঁ, বৎস! হরিকে যে ভালবাসে হরিও নিশ্চয়ই তাহাকে ভালবাসেন। তাঁহাকে তুষ্ট করিতে পারিলে অবশ্যই তুমি সেই স্থান পাইবে। তিনি দয়াময় —সত্য সত্যই বাছা! তিনি দয়াময়। তিনি দীন দুঃখীকে বড়ই ভালবাসেন।”

ধ্রুব বলিলেন—“ঠাকুর! সত্যই কি তিনি দীন দুঃখীকে ভালবাসেন? আমি ত বড় দুঃখী।

তাই হরিকে পাইবার জন্য মায়ের কথায় কত চেষ্টা করিয়াছি, তাঁহাকে কত ডাকিয়াছি, ডাকিতে ডাকিতে ঘর ছাড়িয়া এই বনের মধ্যে এতদূর আসিয়াছি। কিন্তু কই ? তিনি ত আমায় দেখা দিলেন না। কেমন করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয়, কি করিলে তাঁহাকে পাওয়া যায় ঠাকুর! আপনি দয়া করিয়া আমাকে বলিয়া দিবেন কি ?"

নারদ বলিলেন—"বাছা! তোমার মনের একাগ্রতা দেখিয়া আমি বড়ই সুখী হইলাম। তুমিই বাবা ধন্য! আর ধন্য তোমার মাতা রাণী সুনীতি! বৎস! যমুনা নদীর তীরে মধুবন নামে একটি অতি সুন্দর স্থান আছে। কালিন্দীর পবিত্র জলে স্নান করিয়া সেই মধুবনে বসিয়া একমনে হরিকে ডাকিতে থাক। নিশ্চয়ই তাঁহার দেখা পাইবে। তিনি সত্য সত্যই দয়াময়। বাস্তবিক দীন দুঃখীকে তিনি বড় ভালবাসেন। তাঁহাকে যাঁহারা ভালবাসেন, তাঁহাদের জন্য তিনি সবই করিতে পারেন।"

ধ্রুব বলিলেন—“কিন্তু মহাশয়! কি রূপে তাঁহাকে ডাকিব আপনি দয়া করিয়া আমায় বলিয়া দিন্।”

নারদ বলিলেন—“বৎস! বাহিরের কোনও বস্তুর কথা মনে একেবারেই স্থান দিবে না। বিশেষতঃ তোমার পিতা, বিমাতা অথবা অন্য কাহারও উপর যদি তোমার ক্রোধ অথবা হিংসার ভাব থাকে তবে তাহা তাড়াইতে হইবে। শুধু হরির কথাই ভাবিবে আর হরির নাম জপ করিবে। এইরূপ করিলেই হরি তোমার উপর সন্তুষ্ট হইবেন। তখন তুমি তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবে। আর, তুমি যে উচ্চ স্থান চাও, তাহাও পাইবে।”

ধ্রুব বলিলেন—“তাই করিব”।

এই বলিয়া ধ্রুব নারদঋষিকে প্রণাম করিলেন। নারদ “বৎস! তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক” বলিয়া ধ্রুবকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

তখন দুই জনে দুই দিকে চলিয়া গেলেন।

(৩)

ওদিকে সুনীতি জাগরিত হইয়া দেখিলেন ধ্রুব শয্যায় নাই। অমনি তাঁহার প্রাণ চমকিয়া উঠিল।

ঘরের এদিক ওদিক—যেখানে ধ্রুবের বসিবার, খেলিবার স্থান—তাহা বেশ করিয়া আলো দিয়া দেখা হইল। তারপর প্রদীপ হাতে রাণী সুনীতি ধাহিরে আসিলেন, কিন্তু কোথাও বালকের সাড়া সন্ধান পাইলেন না। ফিরিয়া ঘরের ভিতরে গেলেন। তন্ন তন্ন করিয়া গৃহের নিভৃত স্থানগুলি পরীক্ষা করিলেন। আবার ঘরের বাহিরে আসিলেন। এবার বেশ খানিকটা দূর গিয়া দেখিলেন। কিন্তু কোথাও ধ্রুবকে দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল। আবার মনে হইল ঘরের ভিতর বুঝি ভাল রূপ অনুসন্ধান করেন নাই। বালক হয়ত ঘরেই রহিয়াছে। আবার ঘরের ভিতরে গেলেন। এক জায়গায় একখানা কাপড় পড়িয়া রহিয়াছিল।

এইবার মনে কতকটা আশার সঞ্চার হইল; ভাবিলেন—বুঝি তাঁহার হারানিধিকে ফিরিয়া পাইলেন। নিতান্ত উৎসুকচিত্তে সেই দিকে চাহিলেন। অল্প দূর গিয়াই দেখিলেন ইহা তাঁহার মনের ভ্রম। ভ্রম গেল। সঙ্গে সঙ্গে আশার মোহন বাঁশরীও নারব হইল।

সুনীতি হতাশপ্রাণে রাজবাড়ীর দিকে চুটিলেন। দাস-দাসীদিগকে ডাকিলেন। তাহারা কেহ উঠিল, কেহ বা উঠিল না। কেহ কেহ গভীর নিদ্রার ভাণ করিল। সুনীতি দুইটী দাসী সঙ্গে করিয়া রাজার শয়ন-গৃহের দ্বারে দাঁড়াইলেন। সকলে মিলিয়া দ্বারে আঘাত করিল। রাজা সহসা জাগিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে ও? কি হইয়াছে?" তখনই বাহির হইতে উত্তর হইল—"সর্ব্বনাশ হইয়াছে, শীঘ্র উঠুন, ধ্রুব ঘরে নাই!"

শুনিবা মাত্র রাজা বিছানা ছাড়িয়া বাহিরে আসিলেন। রাত্রি অল্পই ছিল। এতক্ষণে দাস-দাসী সকলেই উঠিয়াছে। বাড়ীর এ পাশে

ও পাশে দৌড়াদৌড়ি হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। সমস্ত রাজবাড়ীতে এক মহাকোলাহল উঠিল।

ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল। নগরের চারিদিকে খবর ছাইয়া পড়িল। প্রত্যেক স্থানে অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। কত লোক এই কাজে লাগিয়া গেল। কত পুকুরে, কত কূপে জাল পড়িল। কিন্তু কোথাও ধ্রুবের সন্ধান মিলিল না।

(৪)

দেবর্ষি নারদ ধ্রুবের নিকট হইতে বিদায় লইয়া রাজবাড়ীর দিকে রওয়ানা হইলেন। বেলা এক প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। রাজা উত্তানপাদ, মন্ত্রী ও পারিষদ্‌বর্গে বেষ্টিত হইয়া নানা রকম জল্পনা কল্পনা করিতেছেন। রাজসভা তখন লোকে লোকারণ্য। সহসা সকলের চক্ষু সভাগৃহের বাহিরে আকৃষ্ট হইল। তখনই “দেবর্ষি নারদ, দেবর্ষি নারদ”

বলিয়া সভার মধ্য হইতে মৃত্যুধ্বনি উত্থিত হইল। রাজা, মন্ত্রী প্রভৃতি সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

কুশল প্রশ্নাদির পর নারদ উত্তানপাদকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"মহারাজকে এই-রূপ বিমর্ষ দেখিতেছি কেন? কোনও অমঙ্গল ঘটে নাই ত?"

উত্তানপাদ বলিলেন—"দেব! গত রাত্রি হইতে আমার সুশীল সুকুমার পুত্র ধ্রুব নিরু-দ্দেশ হইয়াছে। সুরুচিরাণীর পুত্র উত্তমকে আমার কোলে বসিতে দেখিয়া বাছাও কোলে উঠিতে চাহিয়াছিল। তাহাকে উত্তমের সহিত একই আসনে দেখিয়া পাছে সুরুচি-রাণী রাগ করেন, এই ভয়ে কোলে তুলিয়া লই নাই, কিছুমাত্র আদর করি নাই। আর সুরুচিও তাহাকে নানা কটুকথা কহিয়াছিলেন। বালক বোধ হয় ক্রোধে অপমানে প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছে।" এই বলিয়া রাজা দুঃখের আবেগে দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন। তিনি

আর কথা কহিতে পারিলেন না। মন্ত্রিগণ ও সভার আর সমস্ত লোক মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন। সভাস্থলে দুঃখের এক ঘন ছায়া পড়িল।

রাজার কথা শেষ হইতে না হইতেই দেবর্ষি নারদ কহিলেন—"মহারাজ! বৃথা চিন্তা করিবেন না। আজ প্রাতে সুশীল ধ্রুবের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাহার নিকট আমি এই সমস্ত কথাই শুনিয়াছি! সে হরির ভক্ত। ভগবানের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া শীঘ্রই সে ঘরে ফিরিবে। ধন্য সেই বালক! ধন্য রাণী সুনীতি! আপনিও ধন্য! তাহার দ্বারা আপনার কুল পবিত্র হইবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

নারদ রাজাকে সান্ত্বনার কথা বলিয়া রাজসভা হইতে চলিয়া গেলেন। কিন্তু রাজার মন সান্ত্বনা মানিল না। নারদ চলিয়া গেলে তিনি আদেশ দিলেন যে তৎক্ষণাৎ ধ্রুবকে ফিরাইয়া আনা হউক। তখনই ঘোড়া,

রথ প্রভৃতি সাজান হইল। কিন্তু লোকজন বাহির হইবে এমন সময়ে স্বয়ং সুনীতি-রাণী রাজসভায় প্রবেশ করিলেন। সকলেই তাঁহাকে দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল। সুনীতি বলিলেন —"মহারাজ! দাসীর একটী মাত্র অনুরোধ রাখিতে হইবে। শুনিলাম ঋষিবর নারদ আসিয়াছিলেন। তিনি নাকি বলিয়া গিয়াছেন যে আমাদের হৃদয়ের ধন ধ্রুব দয়াময় হরির সাধনায় বাহির হইয়াছে। তিনি নাকি আরও বলিয়াছেন যে ধ্রুব এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া আমাদের কুল পবিত্র করিবে। বাছা আমার ভগবানের ভক্ত হইয়াছে। তাঁহাকে পাইবার জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত হইয়াছে। মানুষের পক্ষে ইহার অপেক্ষা উত্তম কাজ আর কি হইতে পারে? এইরূপ সুপুত্র লাভ করার চাইতে অধিক সৌভাগ্য আমাদেরই বা আর কি হইতে পারে? এরূপ কাজে যদি বাছা প্রাণত্যাগও করে তথাপি ভাল। সকলকেইত একদিন না একদিন এই সংসার ছাড়িয়া যাইতে

হইবে। আমার ধ্রুবও ত অমর হইয়া জন্মে নাই। কিন্তু মহারাজ! ধর্ম্মের জন্য আত্ম-বিসর্জ্জন করিবার ক্ষমতা সকলের ভাগ্যে ত আর ঘটে না! জগতের অধিকাংশ নরনারীই পশুপক্ষীর ন্যায় সংসারের সুখভোগ লইয়াই ব্যস্ত। তাই অনেকেই শৃগাল কুক্কুরের মত মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। কিন্তু আমাদের ধ্রুব যদি হরির সাধনায় প্রাণত্যাগ করে তাহা কি আনন্দের বিষয় হইবে! আমরাও ধন্য হইব! আর এক কথা মহারাজ! ঋষির কথায় অশ্রদ্ধা করিবেন না! মহাপুরুষেরা এমন সব কথা জানিতে পারেন যাহা সাধারণ লোকে অসম্ভব বলিয়া মনে করে এবং তাহাতে বিশ্বাস করিতে চায় না। আমার পুত্রের মঙ্গলের জন্যই আমি বলিতেছি যে নারদ যাহা বলিয়াছেন, তাহা কিছুই মিথ্যা নহে। অতএব ধ্রুবকে ফিরাইয়া আনিবার কিছুই প্রয়োজন নাই। সেইজন্য মিছামিছি লোকজন পাঠাইবেন না—কখনই পাঠাইবেন না।”

সুনীতি সেখানে আর দাঁড়াইলেন না। তখনই সভা ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। রাজা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন সুনীতিকে অবহেলা করাতেই এই বিপদ ঘটিয়াছে। আবার তাঁহার কথায় অবহেলা করিবেন কি ? অথচ ধ্রুবকে ফিরাইয়া না আনিলে অনাহারে, পথের কষ্টে অথবা কোনও হিংস্রজন্তুর আক্রমণে তাহার মৃত্যুও ঘটিতে পারে। রাজা এইরূপ উভয় সঙ্কটে পড়িয়া কি করিবেন কিছুক্ষণ কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অনেক চিন্তার পর স্থির করিলেন—সুনীতির কথায় অবহেলা করা কিছুতেই উচিত নহে। কাজেই কাহাকেও ধ্রুবের সন্ধানে পাঠাইলেন না।

(৫)

এদিকে ধ্রুব "হরি দয়াময়" "হরি দয়াময়" বলিতে বলিতে ব্যাকুল প্রাণে চলিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে এক অপূর্ব্ব সঙ্গীতের তরঙ্গ

উঠিল। তাঁহার প্রাণে কি এক সুন্দর শান্তির উদয় হইল। পথে হাঁটিতে হাঁটিতে মানুষের যে একটা ভয়ানক কষ্ট হয় তিনি তাহা একেবারেই অনুভব করিলেন না। "হরি দয়াময়" বলিতে বলিতে তিনি আপনাকে ভুলিয়া গেলেন। তখন হরিনাম গাহিতে গাহিতে আনন্দে নাচিতে নাচিতে চলিলেন। পথে কত লোকের সহিত, কত বাঘ ভালুকের সহিত আবার তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। মানুষেরা বালক সন্ন্যাসী দেখিয়া বিস্মিত হইল। বাঘ ভালুক স্নেহভরে তাঁহার শরীর আঘ্রাণ করিয়া সরিয়া পড়িল। ধ্রুবের মনেও ভয় অথবা হিংসার লেশমাত্রও ছিল না। তাঁহার মুখের স্বাভাবিক কান্তি, প্রেম ও আনন্দে, অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাঁহার চালচলনে একটা অলৌকিক সাহস ও তেজস্বিতা প্রকাশ পাইতে লাগিল।

অনেক দিন এইরূপ চলিতে চলিতে আজ আমাদের ধ্রুব পবিত্র যমুনার তীরে উপস্থিত হইয়াছেন। নিকটেই সেই মধুবন। স্থানটি

অতিশয় সুন্দর। সেখানে লোকজনের কোলাহল একেবারেই নাই। কেবল পাখীর মধুর গান ও যমুনার সুমিষ্ট কল কল ধ্বনি সেই নীরবতা ভাঙ্গিয়া দিতেছে। আহা! কি মধুর ও পবিত্র! সেখানে আম, বেল এবং আরও কত রকমের সুন্দর সুন্দর গাছ রহিয়াছে। তাহাতে সেই নির্জ্জন স্থানের শোভা সৌন্দর্য্য কত বাড়িয়াছে! ইহার উপর আবার কোনো কোনো স্থানে নানা রঙ্গের সুন্দর সুন্দর ফুল ও পাতায় সুশোভিত বিচিত্র লতাবলি গাছগুলিকে ঘেরিয়া রাখিয়াছে। তাহাতে অতি মনোহর কতকগুলি কুঞ্জবন প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। পবিত্র যমুনার জলে স্নান করিয়া ধ্রুব সেই সুন্দর তপোবনে দয়াময় হরির সাধনা করিতে উপবেশন করিলেন। তাঁহার সম্মুখে সুনীল সুন্দর কালিন্দী ও সুবিস্তীর্ণ মাঠ। তথায় গ্রাম নাই, লোকের বসতি নাই। কেবল সুন্দর সবুজ বৃক্ষ, লতা ও তৃণ। আর উপরে সুন্দর, অনন্ত, নীল আকাশ।

নারদ ঋষি যেমন উপদেশ দিয়াছিলেন, ধ্রুবও ঠিক তেম্নি ভাবে তপস্যা করিতে লাগিলেন। এক দিন, দুই দিন, তিন দিন—এইরূপে এক মাস কাটিয়া গেল। তারপর এক মাস, দুই মাস করিয়া পাঁচটী মাস ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। প্রথম প্রথম ধ্রুবের বড়ই কষ্ট হইত। প্রথমে তিন দিন পরে পরে, তার পর ছয় দিন, তার পর পনের দিন পরে এক বার মাত্র সামান্য ফল মূলাদি আহার করিতেন। কত ঝড়, কত বৃষ্টি, কত রৌদ্র তাঁহার উপর দিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু দয়াময় হরির সহিত তাঁহার দেখা হইবে এই আশায় ও আনন্দে তাঁহার বুক ভরিয়া উঠিল। কিছুতেই তাঁহাকে টলাইতে পারিল না। তিনি একমনে হরির ধ্যান করিতে লাগিলেন।

কবি গাহিয়াছেন ঃ—

"উচ্চ আশাতরু হয় ফলবান,
হীন আশা রয় ধূলায় শয়ান,

হয় দেব ধ্যানে ভকতের প্রাণে,
দেবের অধিষ্ঠান।"

দীর্ঘ পাঁচ মাস এইরূপ শ্রীহরির ধ্যান করিতে করিতে ভক্ত ধ্রুবের প্রাণে "দেবের অধিষ্ঠান" হইল। তখন তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং একখানি মাত্র পায়ের উপর দাঁড়াইয়া হরির ধ্যান করিতে লাগিলেন। তখন সেই বালকের এক পায়ের ভারে নদী, পর্ব্বত, এমন কি সমুদ্র পর্য্যন্ত নাকি কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। আর স্বর্গে দেবতারা নাকি বড়ই ভীত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন— তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝি আর থাকে না! একটা সামান্য, ক্ষুদ্র মানব-শিশু তাঁহাদের চাইতে বড় হইয়া উঠিল! এখন কি উপায়? সকল দেবতারা মিলিয়া একটা মস্ত সভা করিলেন। সভাতে স্থির হইল যেন্নি 'করিয়াই হউক, ধ্রুবের তপস্যা ভঙ্গ করিতে হইবে। কিন্তু কি রূপেই বা তাহা করা যায়? সেই বিষয়ে

নানান্ দেবতার নানান্ মত হইল। অবশেষে অনেক তর্কবিতর্কের পর সকলের মত হইল যে বালকের সম্মুখে নানাবিধ মায়ার সৃষ্টি করিতে হইবে। তাহা হইলেই সে তপস্যা ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে।

এইবার ধ্রুবের পরীক্ষা সুরু হইল। দেবতারা তাঁহার নিকটে নানা রকমের মায়ার সৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

তিনি প্রথমে দেখিলেন তাঁহার জননী সুনীতি সেই তপোবনে আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছেন। দুঃখিনী মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছেন, "বৎস!" এইমাত্র বলিয়াই তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। দুঃখের আবেগে তাঁহার মুখে আর কথা সরিল না। কিছুক্ষণ শুধু ধ্রুবের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তাঁহার চক্ষু দুইটী ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। আবার কথা বলিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বলিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ পরে অতি

কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া করুণস্বরে বলিতে লাগিলেন—“বাছা! তোমার শরীর দিন দিন কৃশ হইতেছে। যদি আরো দুই এক দিন এইরূপে তপস্যায় থাক তবে তুমি নিশ্চয়ই মরিবে। আমি কত কষ্টে তোমাকে লালন পালন করিয়াছি। এখনও তুমি আছ বলিয়াই প্রাণে বাঁচিয়া আছি। তোমার কোনো অমঙ্গল ঘটিলে আমার কি উপায় হইবে? তুমি নিতান্ত বালক। তোমার এখন খেলা ধূলার সময়। ইহার পর অনেক বৎসর তোমাকে পড়াশুনা করিতে হইবে। তারপর সংসারের সুখভোগ করিয়া সর্ব্বশেষে বৃদ্ধবয়সে তপস্যা করিবে। শাস্ত্র ত এইরূপই বলে। তুমি সেই শাস্ত্রের আদেশ অবহেলা করিতেছ কেন? ইহার ফল কি ভাল হইবে? আমার যাহাতে সুখ হয় এখন তুমি তাহাই কর। এই কচি বয়সে তপস্যা করা অধর্ম্ম বই কিছুই নহে। অতএব তোমাকে বার বার বলিতেছি তুমি এখন চলিয়া আইস। তাহা না হইলে

আমি এখনই তোমার সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিব।”

কিন্তু তাহাতে ধ্রুবের প্রাণ একটুও টলিল না—মায়ের দিকে তিনি চাহিয়াও চাহিলেন না—মায়ের কথা শুনিয়াও শুনিলেন না। তখন “ঐ দেখ বৎস! ভীষণ রাক্ষসেরা তোমায় বধ করিবার নিমিত্ত আসিতেছে। অতএব পালাও, এখনই পালাও” এই বলিয়া সুনীতি চলিয়া গেলেন। ধ্রুব চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন, রাক্ষসও নাই, মাও নাই—বুঝিলেন, এ সব দেবতাদের চালাকি বই আর কিছুই নহে। তখন তিনি আরও গভীর ধ্যানে মগ্ন হইলেন। দেবতারা মনে করিয়াছিলেন মাতৃস্নেহ-স্রোতে বালকের সাধন ভজন সব ভাঙ্গিয়া যাইবে। কিন্তু তাহা হইল কই? ধ্রুব ভগবানে নিজকে সমাহিত করিয়া অটলভাবে ধ্যানে বসিয়া রহিলেন।

কিন্তু আবার একি! শত শত শৃগাল সঙ্গে লইয়া শত শত রাক্ষস ধ্রুবের সম্মুখে

উপস্থিত হইতেছে! ইহাদের কোনোটার মুখ সিংহের, লেজ সাপের! কোনো কোনোটার শরীর ছাগলের, মুখখানা উষ্ট্রের! কোনো কোনোটার মুখ আবার মকরের মত! কোনো কোনোটার ডানা রহিয়াছে! আর কি ভয়ানক! মাথার এক এক গাছি চুল এক একটা সাপ! সেই সাপগুলি ভীষণ ফণা বিস্তার করিয়া ফোঁস্ ফোঁস্ করিতেছে! সেই-গুলি যে ধ্রুবকে ঘেরিয়া ফেলিয়াছে! আবার ঐ দেখ, সাম্‌নে যমুনার জলেও কয়েকটা সাপ ফণা তুলিয়া রহিয়াছে! তাহাদেরই বা কি ভীষণ আকৃতি! উহাদের এক একটার দশ দশ খানা মুখ! কোনও কোনও রাক্ষসের হাতে তীক্ষ্ণ বর্শা, তরবারি প্রভৃতি ভীষণ অস্ত্র! অস্ত্রগুলি এতই তীক্ষ্ণ যে সূর্য্যের কিরণে ঝল্ ঝল্ করিতেছে! রাক্ষসেরা সেই সকল অস্ত্র ধ্রুবের সম্মুখে ঘুরাইতেছে, আর ভীষণ চীৎ-কারে সমস্ত মধুবন কাঁপাইয়া তুলিয়াছে! আবার কতকগুলি রাক্ষস, ঐ দেখ, মুখ দিয়া

আগুন বাহির করিতে করিতে ছুটিয়াছে ! আর ঐ চীৎকার করিয়া বলিতেছে—"মার, এই ছেলেটাকে মারিয়া ফেল।" অপর কতকগুলি বলিতেছে—"এই ছেলেটাকে খাইয়া ফেল, এইক্ষণই খাইয়া ফেল।" আবার শত শত শৃগাল মুখে আগুন লইয়া এবং পিশাচের মত শব্দ করিতে করিতে একই সঙ্গে ধ্রুবকে আক্রমণ করিতে ছুটিয়াছে ! ওখানে কয়েকটা রাক্ষস মস্ত লম্বা একখানি তরবারি দ্বারা যমুনার সাপগুলি কাটিতেছে ! আর কি আশ্চর্য্য ! একটা সাপকে যত খণ্ডে কাটা হইতেছে তাহা হইতে আবার সেইরূপই ভীষণ ততটা সাপ জন্মিতেছে ! দেখিতে দেখিতে যমুনার সুনীল জল ভয়ানক কালো হইয়া গেল ! আরো কতকগুলি সর্প ভীষণ ফণা বিস্তার করিয়া তীব্র গতিতে ধ্রুবের দিকে ছুটিয়া চলিল ! এইরূপে সহসা সেই শান্ত, মনোহর তপোবন শ্মশান অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল !

সেই ভীষণ শ্মশানে ধ্রুব অচল পর্ব্বতের

ন্যায় স্থিরভাবে একাকী বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার কিছুমাত্রও ভয় হইল না। দেবতাদের চালাকি তাঁহার কাছে খাটিল না। তিনি এক মনে বিপদবারণ, দয়াময় হরির ধ্যান করিতে লাগিলেন। আর নিমিষের মধ্যে সমস্ত মায়া মিলাইয়া গেল।

তখন দেবতারা নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া আবার একটা বিরাট সভা ডাকিলেন। সেই সভায় স্থির হইল যে করুণাময় হরির শরণ ব্যতীত অন্য উপায় নাই। তখন সকলে মিলিয়া বিষ্ণুর স্তবস্তুতি আরম্ভ করিলেন। বিষ্ণু বলিলেন— "তোমাদের কোনো ভয় নাই। কেন বৃথা ভয় করিতেছ? কেনই বা ধ্রুবকে ঈর্ষা করিতেছ? ধ্রুব ত আর স্বর্গে অথবা পৃথিবীতে কোথাও রাজা হইতে চাহে না। অতএব বৃথা ভয় ত্যাগ কর।"

বিষ্ণুর কথায় নিশ্চিন্ত' হইয়া দেবতারা চলিয়া গেলেন। এ দিকে বিষ্ণু তাঁহার শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম লইয়া ধ্রুবের নিকটে



ধ্রুব বলিলেন—"ঠাকুর! তুমিই কি আমার দয়াময় হরি?"

ধ্রুব—৩৭ পৃষ্ঠা

আবির্ভূত হইলেন। এতদিনে ধ্রুবের তপস্যা সার্থক হইল। শ্রীহরিকে দেখিয়া তাঁহার সমস্ত শরীরে কি এক আনন্দ রসের সঞ্চার হইল। তিনি সমস্ত শরীর মাটীতে লুটাইয়া শ্রীহরিকে প্রণাম করিলেন। তাঁহার বড় সাধ হইল তিনি ভগবান্ শ্রীহরির স্তব করেন। কিন্তু কি বলিয়া স্তব করিবেন কিছুই ঠিক্ করিয়া উঠিতে পারিলেন না। হরি বলিলেন—"বাছা ধ্রুব! কেন আমায় ডাকিয়াছ?"

ধ্রুব বলিলেন—"ঠাকুর! তুমিই কি আমার দয়াময় হরি? হরি হে! যদি আমার তপস্যায় তুমি প্রসন্ন হইয়া থাক, তবে কি করিয়া তোমার স্তব করিতে হয় তাহা আমাকে শিখাইয়া দাও। আমি অবোধ বালক। কেমন করিয়া তোমার স্তব করিতে হয় কিছুই ত জানি না ঠাকুর! অথচ আমার মনের বড়ই সাধ তোমার স্তব করি।"

তখন দয়াময় হরি তাঁহার হাতের শঙ্খ-দ্বারা ধ্রুবের শরীর স্পর্শ করিলেন। অমনি

তাঁহার মুখ হইতে একটী স্তব ছুটিয়া বাহির হইল :—

"তোমারি মধুর রূপে ভরেছে ভুবন,
মুগ্ধ নয়ন মম পুলকিত মোহিত মন।
তরুণ অরুণ নবীন ভাতি,
পূর্ণিমা প্রসন্ন রাতি,
রূপ-রাশি-বিকশিত-তনু কুসুম বন।
তোমা পানে চাহি সকলে সুন্দর,
রূপ হেরি আকুল অন্তর,
তোমারে ঘিরিয়া ফিরে নিরন্তর,
তোমার প্রেম চাহি।
উঠে সঙ্গীত তোমার পানে,
গগন পূর্ণ প্রেম গানে,
তোমার চরণ করেছে বরণ নিখিল জনে।"

ভগবান্ বিষ্ণু ধ্রুবের স্তবে প্রীত হইয়া বলিলেন—"তোমার কি চাই, ধ্রুব! তুমি যাহা চাহিবে তাহাই পাইবে। উঠ, তুমি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলে।"

হরিকে দেখিয়া ধ্রুব সব দুঃখ কষ্ট একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এখন বলিলেন —“দয়াময়! আমার তপস্যা সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে। তোমার দেখা পাইলাম। আবার কি চাই ?”

বিষ্ণু বলিলেন—“না বৎস! তোমার একটা কিছু বর চাহিতেই হইবে।”

ধ্রুব বলিলেন—“প্রভো! ভাই উত্তমকে পিতার কোলে দেখিয়া আমারও সেইখানে বসিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু বিমাতার ভয়ে পিতা আমায় কোলে করিলেন না। আর বিমাতা বলিলেন, সুনীতির গর্ভে জন্মিয়াছি বলিয়া আমি পিতার কোলে অথবা রাজসিংহাসনে বসিবার যোগ্য নহি। ঠাকুর! আমি পিতার কোল অথবা তুচ্ছ রাজসিংহাসন চাহি না। আমি এমন স্থান চাহি যাহা সকল স্থানের উপরে এবং যে স্থান হইতে পতনের কোনও সম্ভাবনা নাই। প্রভো! তুমি আমাকে সেই স্থান দাও।”

বিষ্ণু কহিলেন—"আচ্ছা, তাহাই হইবে। বৎস! পূর্ব্বজন্মে তুমি আমার পরমভক্ত ছিলে এবং তোমার মন অতিশয় পবিত্র ছিল। তুমি যত্নের সহিত পিতামাতার সেবা করিতে। কিন্তু ক্রমে এক সুন্দর ধনী রাজপুত্র তোমার বন্ধু হইলেন! তাঁহার ধন সম্পত্তি দেখিয়া তোমারও রাজপুত্র হইবার সাধ গেল। তুমি যে ব্রাহ্মণকুমার তাহা তুমি ভুলিয়া গেলে। সেই জন্যই এইবার তুমি ক্ষত্রিয়কুলে জন্মিয়াছ। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। যাহা হউক, এখন তুমি এমন সুন্দর এক স্থানে বাস করিবে যাহা কোনো মানুষ, এমন কি কোনো দেবতাও কখনও লাভ করেন নাই। তোমার স্নেহময়ী মাতা সুনীতিও তোমার সহিত সেই স্থানে বাস করিবেন। সেই স্থানের নাম হইবে **ধ্রুবলোক**। ব্রহ্মার যাবতীয় সৃষ্টির মধ্যে সেই স্থান হইবে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। আর এই পৃথিবীতেও তুমি ছত্রিশ হাজার বৎসর কাল সুখে রাজত্ব করিবে।"

ধ্রুব ভক্তিভরে দয়াময় হরিকে প্রণাম করিলেন। তখন বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলেন।

(৬)

ওদিকে উত্তানপাদ কিছুতেই সান্ত্বনা লাভ করিতে না পারিয়া শোকে ও অনুতাপে কৃশ ও জর্জ্জরিত হইয়া উঠিলেন। শান্তিলাভের আশায় তিনি নানা তীর্থস্থান পর্য্যটন করিয়া বেড়াইলেন। কত অদ্ভুত দেশ, কত নগর ও জনপদ দেখিলেন, কিন্তু কিছুতেই মনে শান্তি পাইলেন না। ক্রমে রাজা রাজ-কার্য্যে অবহেলা আরম্ভ করিলেন। মন্ত্রী ও কর্ম্মচারীরা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির সুযোগ পাইয়া প্রজাদের উপর উৎপীড়ন করিতে লাগিল। রাজ্যে ঘোর অশান্তির সূচনা হইল। সকল স্থানেই অন্যায় আচরণ, অবিচার ও কলহ সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া আস্ফালন আরম্ভ করিয়া দিল। রাজকর্ম্মচারীরা প্রজার ধন ও রাজকোষ উভয়ই শোষণ করিতে

লাগিল। উত্তানপাদ পাগলের মত হইয়া পড়িলেন।

সহসা এক দিন সংবাদ আসিল, ধ্রুব ফিরিয়া আসিতেছেন। প্রথম লোকের কথায় রাজার বিশ্বাস হইল না। তিনি মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে অনাহারে, পথের পরিশ্রমে অথবা হিংস্রজন্তুর আক্রমণে ধ্রুব হয়ত প্রাণ হারাইয়াছেন। তিনি যে এত দিন জীবিত আছেন তাহা রাজা কদাচ মনে স্থানও দিতে পারেন নাই।

অবশেষে যখন আপনার দূতের মুখে এই সুসংবাদ প্রাপ্ত হইলেন, তখন রাজার হর্ষের সীমা রহিল না। শুনিবামাত্র আপনার গলার বহুমূল্য মুক্তাহার পুরস্কার দিয়া দূতকে বিদায় দিলেন এবং তৎক্ষণাৎ ধ্রুবকে দেখিতে যাইবার জন্য অশ্বরথাদি সজ্জিত করাইলেন।

বহুলোকে পরিবেষ্টিত হইয়া রাজা উত্তান-পাদ বহুদিনের হারানিধিকে দেখিবার জন্য যাত্রা করিলেন। বালক, বৃদ্ধ, ব্রাহ্মণ, শূদ্র,

স্ত্রী, পুরুষ সকলেই আজ রাজকুমারকে দেখিয়া চক্ষু জুড়াইবে। ব্রাহ্মণের কণ্ঠ হইতে পবিত্র বেদধ্বনি উচ্চারিত হইল। শঙ্খ, কাঁসর, ঘণ্টা, বেণু, জয়ঢাক বাজিয়া উঠিল। স্ত্রী-লোকেরা হুলুধ্বনি করিল। সমস্ত নগরব্যাপী এক মহা আনন্দ কোলাহল উঠিল। ক্রমে জন প্রবাহ বাড়িয়া উঠিল। কত রথ, কত অশ্ব, কত শিবিকা উত্তানপাদের অগ্রে ও পশ্চাতে চলিল। সুনীতি, সুরুচি ও উত্তম শিবিকারোহণে রাজার অনুসরণ করিলেন।

অধিক দূর যাইতে না যাইতেই উত্তান-পাদের রথ থমকিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গেই অপরাপর অশ্ব, রথ ও শিবিকাদির গতিরোধ হইল। সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া উৎসুকনেত্রে সম্মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

নগরের অনতিদূরে অতি সুন্দর একটী উপবন ছিল। সেই উপবনের সন্নিকটে ধ্রুবের সহিত সকলের প্রথম সাক্ষাৎ হইল। রাজা শশব্যস্তে রথ হইতে নামিয়া পুত্রকে গাঢ়

আলিঙ্গন করিলেন ও আনন্দে আত্ম-হারা হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধ্রুবের মস্তকাঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার চক্ষু দুইটী দিয়া অনবরত অশ্রু পড়িতে লাগিল। তিনি স্নেহভরে বারংবার পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। ধ্রুবও ভক্তিভরে পিতার চরণ বন্দনা করিলেন।

সুনীতি ও সুরুচি এতক্ষণ রাজার নিকটেই দাঁড়াইয়া রহিয়াছিলেন। ধ্রুব তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলে সুরুচি তাঁহাকে সস্নেহে কোলে তুলিয়া লইলেন এবং "বৎস! দীর্ঘজীবী হও" এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। উত্তম ও ধ্রুব প্রেম-বিহ্বল-চিত্তে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলেন।

সুনীতি তাঁহার হারানিধিকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া অপার আনন্দ-সাগরে ভাসিলেন—স্নেহ-ভরে পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহার স্তন দিয়া দুগ্ধ ধারা ক্ষরিতে লাগিল।

লোকে সুনীতিকে সম্বোধন করিয়া বলিল,

"ভাগ্যে আপনার দুঃখ-হারী পুত্র ফিরিয়া আসিয়াছেন। এখন তিনিই পৃথিবী রক্ষা ও পালন করিবেন। আপনি ভগবানের আরাধনা করিয়াছিলেন, তাই এরূপ ঘটিয়াছে।"

এইরূপ কথা-বার্ত্তার পর উত্তানপাদ ধ্রুব ও উত্তমকে একটা হাতীতে তুলিয়া লইলেন। এইবার সেই বিশাল জনতা দ্বিগুণাকার ধারণ করিয়া রাজপুরীর দিকে ছুটিল। গীত, বাদ্য, বেদপাঠ পূর্ব্বের ন্যায় চলিল।

ইতিমধ্যে ধ্রুবের সাদর অভ্যর্থনার নিমিত্ত রাজপুরীর তোরণ বিচিত্র-সাজে সজ্জিত হইয়াছে। সারি সারি কলাগাছ ও ছোট ছোট সুপারি গাছ অতি পরিপাটীরূপে প্রোথিত হইয়াছে। তাহাদের ফল, বৃন্ত ও মঞ্জরী সেই তোরণকে এক প্রকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিয়াছে। প্রত্যেক সারিতে মুক্তামালা অতুল প্রভা বিকীর্ণ করিতেছে। স্থানে স্থানে পূর্ণ কলসী, আম্রপত্র ও বস্ত্র স্থাপিত রহিয়াছে।

এইরূপ সুসজ্জিত তোরণ দ্বার দিয়া ধ্রুবের সহিত সকলে পুরী প্রবেশ করিল। রাজপুরীও আজ এক অভিনব সৌন্দর্য্যে শোভিত হইয়াছে।

তোরণপথ ও তাহার দুই পার্শ্বের আঙ্গিনা অতি যত্নে মার্জ্জিত ও পরিষ্কৃত করা হইয়াছে। তোরণ দ্বারের বৃক্ষবীথিকা রাজবাটী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আঙ্গিনায় খৈ, ফুল, ফল ও আতপ চাউল ছড়ানো। ধ্রুবকে দেখিয়া সতী পুরস্ত্রীরা সরিষা, যব, দই, ফুল, ফল প্রভৃতি উপহার দিতেছে। চারি দিকে ধ্রুবের গুণগান। সেই গান শুনিতে শুনিতে ও সেই অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে দেখিতে ধ্রুব রাজবাটীতে প্রবেশ করিলেন।

রাজবাটীর শোভা অতুলনীয়। পরিখা-বেষ্টিত রাজপুরী বিচিত্র মণিমাণিক্যখচিত প্রাসাদাবলীতে পরিপূর্ণ। - রাজপ্রাসাদের শিরোভাগে উড্ডীন পতাকা বহু দূর হইতে পরিদৃষ্ট হইতেছে। রাজপুরী সরোবর ও

উদ্যানে সুশোভিত। সরোবরে কুমুদ, কহ্লার, পদ্ম প্রভৃতি সুশোভন পুষ্প প্রস্ফুটিত। সরোবরের জল স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ। রাজহংস, কলহংস, চক্রবাক, সারস প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ নিরন্তর তথায় মহোল্লাসে ক্রীড়া করিয়া থাকে। উদ্যানের এক পার্শ্বে ফল ও ফুলের গাছ সারি সারি দণ্ডায়মান; অপর পার্শ্বে দেবদারু, বট, অশ্বত্থ ও অন্যান্য বন্য বৃক্ষসমূহ উপবনের শোভা ধারণ করিয়াছে। সেই সকল বৃক্ষ ময়ূর, কোকিল, ময়না, কাকাতুয়া প্রভৃতি পক্ষীতে পরিপূর্ণ। মধুরকণ্ঠ বিহঙ্গকুলের কূজনে উদ্যান সদা সর্ব্বদাই মুখরিত।

ধ্রুব এইরূপ সৌন্দর্য্য ও আনন্দের মধ্যে পিতামাতা ও দাসদাসী পরিবেষ্টিত হইয়া অতি সুখে বাস করিতে লাগিলেন। ধ্রুবের আগমনের পর রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হইল এবং কালক্রমে প্রজাদের ইচ্ছানুসারে তিনিই রাজা হইলেন। উত্তানপাদ সংসারবিরাগী হইয়া বাণপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিলেন।

পৃথিবীতে ছত্রিশ হাজার বৎসরকাল রাজত্ব করিয়া অবশেষে তিনি ধ্রুবলোকে চলিয়া গেলেন। এখনও তাঁহার জননী সুনীতির সহিত তিনি সেই ধ্রুবলোকে বাস করিতেছেন। আজও বিপন্ন ব্যক্তিরা বিপদ্‌সাগর উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত সেই ধ্রুবতারাকে লক্ষ্য করে।

